দৈনিক ইনকিলাব
85
05 AUG 1991
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ৬
(২৫)

# রাজনৈতিক সন্ত্রাস

রূপকার

রাজনৈতিক কলহ শিক্ষাঙ্গনের সীমানা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের বাসভবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত ও সংক্রমিত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুদূর সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কলারোয়া কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ৩রা আগস্টের সংবাদপত্র অনুযায়ী ছাত্র দলের সমর্থক জেসমিন নাহার নাম্নী একজন ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার দায়ে কলারোয়া কলেজে ছাত্র দল ও ছাত্র লীগের মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয় তার জের হিসেবে ছাত্র দলের সিরাজুল ইসলাম এবং ছাত্র লীগের গোলাম মোরশেদের বাসভবনে হামলা করা হয়। ঐদিকে ১ আগস্ট থেকে সিরাজগঞ্জে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা ৩ তারিখের রিপোর্ট মোতাবেক ২ আগস্ট পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ৪৮ ঘন্টাব্যাপী জারি থাকা এই সশস্ত্র সংঘর্ষের জের হিসেবে সিরাজগঞ্জ কলেজের সীমানা পেরিয়ে তা সমগ্র সিরাজগঞ্জ শহরকে গ্রাস করে এবং সিরাজগঞ্জ শহরের একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতির বাসভবনে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। ঐ নেতার কন্যা সিরাজগঞ্জ কলেজের সহকারী সম্পাদিকা ঝর্ণা অভিযোগ করেছেন যে, তাদের বাসভবনে ২ লাখ টাকার মালামাল লুণ্ঠিত হয়েছে। ঐদিকে উভয়পক্ষে ৬শ' রাউণ্ড গুলীবর্ষণের পর অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ ঘোষণার আগে ডাকসু ও হল ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও দুই দফা সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে গেল। যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হলো সেই একই দিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হলো। তার আগে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে বরিশাল মেডিকেল কলেজ।

বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনের দরজাগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ঢাকা-সলিমুল্লাহ ও বরিশাল মেডিকেল কলেজ বন্ধ, জগন্নাথ ও কারমাইকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, এভাবে একের পর এক বন্ধ হতে হতে ৩ আগস্ট প্রাপ্ত বেসরকারী তথ্য অনুযায়ী বিগত ৩ মাসে বাংলাদেশের ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধের পূর্বে ছাত্রদের মধ্যে তুমুল মারামারি, প্রচণ্ড বন্দুকযুদ্ধ, অনেক আহত ও নিহত এবং অবশেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বন্ধ ঘোষণা। যে সন্তানকে মা দশ মাস গর্ভে ধারণ করছেন, ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে লালন পালন করছেন, যে দরিদ্র পিতা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানকে জজ-ব্যারিস্টার বানানোর রঙীন স্বপ্ন দেখে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পাঠাচ্ছেন, সেই সন্তান কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা ও কতিপয় ছাত্র নেতাদের ক্ষমতার রাজনীতির কুৎসিত পাকচক্রে পড়ে লাশ হয়ে ঘরে ফিরছে।

শিক্ষাঙ্গনে এমন সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য বিগত ৪৩ বছরে আর দেখা যায়নি। আর এই সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় শুধু কাটা রাইফেল বা পিস্তলই ব্যবহার করা হচ্ছে না, '৯১-এর লড়াই-এ একটি বিশেষ মহলের আশ্রিত ছাত্র লড়াকুদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে স্টেনগান, চাইনীজ অটোমেটিক রাইফেল এবং কারবাইন। কয়েকজন ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্র চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সেদিন আমাকে বললো, "সর্বনাশ, ওদের হাতে বৃটিশ কারবাইন দেখলাম"। কাদের হাতে কারবাইন? কাদের হাতে স্টেন? কাদের হাতে অটোমেটিক রাইফেল? কোথা থেকে আসে এসব অস্ত্র? কোন পথে আসে? কাদের হাতে আসে? এরা কারা? কিভাবে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা যায়? আমেরিকার ওয়েস্টার্ন কাহিনীর স্টাইলে যেভাবে কাউবয়রা র‍্যাঞ্চ দখল করতে যায় ওদেরকে মার্কিনী ইংরেজীতে বলে 'গুণ (goon) বা ভাড়াটিয়া থাগ (Hired thug) এইসব পেশাদার গুণ বা থাগদের হাত থেকে কিভাবে হাতিয়ার কেড়ে নেয়া যাবে? কি ঘটলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে? যখন তদন্ত কাজ শুরু হলো তখন একটি বিশেষ মহল খুশীতে বাগ বাগ। কিন্তু 'উল্টা বুঝিলি রাম!' সত্য তার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হলো। আর সেই সাথে উদঘাটিত হলো অনেক তথ্য যা এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সরকারকে ধন্যবাদ যে, তারা দেশবাসীকে সঠিক তথ্য জানানোর জন্য এই তদন্ত রিপোর্ট জনসাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের একটি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র এই রিপোর্টটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন। ঐ রিপোর্ট পড়ে দেশের সত্যাশ্রয়ী বিবেকবান মানুষের মাথা লজ্জায় হেট হয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যাদেরকে ছাত্ররা পিতৃতুল্য মনে করেন, যারা পিতার মর্যাদার আসনে সমাসীন, সেই শিক্ষকদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। মাননীয় বিচারপতির ঐ রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপথ্য নায়ক। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং তার নেপথ্য ষড়যন্ত্র জালে বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর নিরপেক্ষ ছিলেন না। তাই তদন্ত রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণের সুপারিশ করেছে।

কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সংজ্ঞা বড় দুর্জ্ঞেয়। সালিশ মানবো, বিচার মানবো, কিন্তু সালিশের রায় যদি আমার পক্ষে না যায় তাহলে ঐ সালিশ মানবো না। ঐ বিচারকে বলবো পক্ষপাতমূলক। আর যদি বিচারের রায় আমার পক্ষে আসে তাহলে তা হবে ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা। এসব ক্ষেত্রে সালিশী বা বিচারের যে করুণ পরিণতি হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্টও সে করুণ ভাগ্যবরণ করেছে। রিপোর্টটি জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই সেই বিশেষ মহল 'মানি না, মানি না' বলে তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে।

এই রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে বলে 'ঝুটা ইলজাম' লাগিয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! 'সারবস্তু বিবর্জিত সত্য ও ন্যায়ের কণামাত্রও নাই এমন সব শোরগোল ও হৈ হুলুস্থুলের মাঝে পড়ে মনে হচ্ছে 'দশ চক্রে ভগবান ভূত হয়ে গেছে।' ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব তার কুরসীতে বহাল তবীয়াতেই উপবিষ্ট আছেন এবং ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা, ফাসাদ ও হানাহানির জন্য দায়ী করে পর্দার অন্তরালবর্তী যে গোষ্ঠীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে তারাও মহা আরাম-আয়াসে দিন গুজরান করছেন। এই হুল্লাবুল্লাহর মোক্ষম সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক সাহেবানরা খোলা আকাশের নীচে ছাত্রদের ক্লাস শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পাঠশালা বানিয়েছেন। সমগ্র বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক অশান্তির বারুদাগারে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ও বিস্ফোরণের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। কারা এইসব অস্ত্রবাজির হোতা। চক্রান্তের কোন গোপন অলিন্দে আমাদের উঠতি যুবকদের হাতে হাতিয়ার তুলে দেবার নীল নকসা প্রণীত হচ্ছে? এদেরকে চিহ্নিত করা, এদেরকে সনাক্ত করা কি খুব কঠিন কাজ? কাদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ চলছে? কারা হামলা শুরু করছে? সেসব কথা কি জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে ছাপা হচ্ছে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ডাকসু ও হল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ঠিক তারপর দিন থেকেই সেই নির্বাচন বানচালের প্রকাশ্য মহড়া কে না দেখেছে? ডাকসু ইলেকশনের তারিখ পিছানোর দাবী উঠলো কেন? কে না জানে পরীক্ষা পিছানোর দাবী তারাই তোলে যাদের প্রস্তুতি ভাল নয়, যাদের ফেল করার ভয় থাকে। ভাল ও মেধাবী ছাত্ররা কোনদিন পরীক্ষা পেছানোর দাবীতে এগিয়ে আসে না। ঠিক একইভাবে তারাই ইলেকশনের তারিখ পেছানোর দাবী তোলে যাদের জেতার কোন চান্স থাকে না। যাদের জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল তারাই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চাপ দেয় এবং প্রতিপক্ষের কিল-ঘুষি খেয়েও কুল্লা বেঁধে থাকে। এইসব বন্দুকবাজদের চিনে নিতে এবং খুঁজে পেতে তো খুব কষ্ট হবার কথা নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও তো সবার নাকের ডগার ওপর দিয়ে এসব ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, তারপর সরকারী কলেজ এবং অতপর রাজশাহী শহর একটানা ২৬ ঘন্টাব্যাপী রণক্ষেত্রে পরিণত থাকলো। কারা সেখানে হাতিয়ার হাতে একস্থান হতে অন্যস্থানে ছুটাছুটি করেছে। সেটা রাজশাহী শহরের হাজার হাজার মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে প্রত্যক্ষ [illegible] জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] ১ মাসের ব্যবধানে ৩ বার [illegible] পরিণত করা হলো।

নিকটস্থ কোর্ট-কাচারী, বিদেশী ব্যাংক এবং সন্নিহিত রাস্তা থেকে হাজার হাজার মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করলো। সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে কারা প্রথম গুলী বর্ষণ করেছে, কারা প্রথম প্রতিপক্ষের উপর হাতিয়ার হাতে ঝাপিয়ে পড়েছে সেটা তো প্রায় সবকটা জাতীয় দৈনিকের পাতায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলো তাকে ভণ্ডুল করার অপচেষ্টা করেছে কারা? আসলে ইলেকশনের রেজাল্ট ঘোষিত হবার পর কারা গোলমাল করতে পারে? সুতরাং, "বুঝহ সুজন যে জান সন্ধান।"

এইসব অস্ত্রবাজদের তালিকা কি পুলিশের খাতায় নাই? আসলে পুলিশ বসে বসে কি করছে? বাংলাদেশের পুলিশের ওপর যে যত অপবাদই চাপান না কেন একটি কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে কোন ক্রিমিনালকে তারা মাটি খুঁড়ে হলেও পাতাল থেকে টেনে বের করতে পারবে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে পুলিশের এটি রহস্যময় নিষ্ক্রিয়তা? ঢাকা ভার্সিটিতে যখন একটি বিশেষ মহল গুলী বর্ষণ শুরু করে তখন পুলিশকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। তারা দৌড়ে আশ্রয় নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে। আবার কোন সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দুকবাজরা তাদের ধাওয়া করলে তারা দৌড়ে এসে একটি মহিলা হলের দেয়াল ঘেঁষে নিরাপত্তার সন্ধান খোঁজেন।

রাজশাহীতে ২৪ ঘন্টা হতে ২৬ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়। পুলিশ নির্বিকার। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ৬ শত রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়। পুলিশ নির্বিকার। এমনিভাবে সারা দেশের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৭৬ বার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে আর ৭৬ বারই পুলিশ অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ। জাতীয় সংসদে সরকারী দল ও প্রধান বিরোধী দল কণ্ঠলগ্ন ঐক্যতার প্রতিমূর্তি হয়ে কাজ করবেন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো রক্তহীম করা বন্দুক লড়াইয়ে নিয়োজিত থাকবে এমন রাজনীতি কখনো দেখেনি কেউ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাতাস আজ বারুদের তাজা গন্ধে ভারী। বাতাসে আজ আরো বড় ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি। কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকশন বানচাল করা হলো? কান পাতলে বাতাসে অনেক কথাই শোনা যায়। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকশন বানচাল করলো তারা আরও অনেক কিছুই বানচাল করতে চায়। এ জন্য তাদের প্রয়োজন সময়ের। তারা আরও অনেক সময় চায়। আর সেই বাঞ্ছিত সময় পেলে তারা আরও অনেক কিছুই বানচাল করবে।

এটা হলো ক্ষমতার রাজনীতির এক জটিল মারপ্যাচের ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর ছাত্রদের অভিভাবকদের মুখে আজ শুধু একটিই কথাঃ ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। তারপরও যদি আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয় আরও আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্ন্যুদগীরণ হয় তাহলে হোক, কিন্তু আমাদের [illegible] সন্তানেরা যেন আর লাশ না হয়ে ঘরে ফিরে [illegible]